প্রথম আলো

তারিখ 31 JUL 2012
পৃষ্ঠা 9 কলাম 2

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

পরীক্ষার খাতায় ঘষামাজা, পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই টেব্যুলেশনের কাজ শুরু করাসহ বিভিন্ন অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানের চার শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এই শিক্ষকেরা হলেন: সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ এস এম আমানউল্লাহ ও সহকারী অধ্যাপক মাহবুব কায়সার এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মকবুলুর রহমান ও সহকারী অধ্যাপক দলিলুর রহমান। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দুই শিক্ষককে ১০ বছরের জন্য এবং পদার্থবিজ্ঞানের দুই শিক্ষককে তিন বছরের জন্য পরীক্ষাসংক্রান্ত সব কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বোর্ডের (ডিবি) সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। চার শিক্ষকের বিরুদ্ধেই আনীত অভিযোগের বিষয়টি শৃঙ্খলা বোর্ডের উপ-কমিটিতে তদন্ত শেষে তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর ও শৃঙ্খলা কমিটির সদস্যসচিব আমজাদ আলী *প্রথম আলোকে* বলেন, এ চার শিক্ষকই পরীক্ষার টেব্যুলেটরের দায়িত্বে ছিলেন। সমাজবিজ্ঞান বিভাগের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে নম্বর ঘষামাজা, তৃতীয় পরীক্ষকের খাতা না পাঠানোসহ নম্বরপত্র তৈরির পর নিয়মবহির্ভূতভাবে এ-সংক্রান্ত কাগজপত্র নিজেদের কাছে রেখে দেওয়ার অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে। এ ছাড়া পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের দুই শিক্ষক ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই টেব্যুলেশনের কাজ শুরু করেছিলেন। এটি নিয়মবহির্ভূত। এ ছাড়া এর ফলে পছন্দের শিক্ষার্থীকে পরীক্ষার পরবর্তী ধাপগুলোতে ভালো নম্বর দেওয়ার ঝুঁকিও থেকে যায়। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর সূত্রে জানা যায়, পরীক্ষকেরা খাতা দেখে নম্বর দেওয়ার পর দুজন শিক্ষক ওই নম্বরগুলো আলাদাভাবে দুটি টেব্যুলেশন খাতায় তোলেন। তাঁদের টেব্যুলেটর বলা হয়। নম্বর তোলার পর দুজনই আলাদাভাবে টেব্যুলেশন খাতা ও পরীক্ষার নম্বর সংশ্লিষ্ট সব কাগজ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর টেব্যুলেশন শিট পুনরায় পর্যবেক্ষণ করে ফল প্রকাশ করে।

সমাজবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ সূত্রে জানা যায়, এ এস এম আমানউল্লাহ ও মাহবুব কায়সার ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের তৃতীয় সেমিস্টার সমাপনী পরীক্ষার টেব্যুলেটরের দায়িত্বে ছিলেন। এক ছাত্রীকে সোশ্যাল স্টাটিস্টিক কোর্সে পরীক্ষকদের দেওয়া নম্বরের চেয়ে অতিরিক্ত নম্বর দেন তাঁরা। এ-সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন ইতিপূর্বে *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত হয়েছে। অন্যদিকে মকবুলুর রহমান ও দলিলুর রহমান পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের টেব্যুলেটর ছিলেন।